ভজন সরকারকে কিছু কথা ।

নন্দিনী হোসেন

খেলাফত মজলিশ এর সাথে আ'লীগের পাঁচ দফা চুক্তির ব্যাপারে আপনার মতামত আমি মুক্ত-মনা ফোরামে পড়ে কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে বসেছিলাম ! অভিজিৎ রায় আপনার লেখার উত্তরে যে কথাগুলো তুলে ধরেছেন, তার সাথে আমি সম্পুর্ণ একমত পোষণ করি। তারপর ও আমার মনে যে কথাগুলো জেগেছে, আপনার এবং আপনার মতো আওয়ামী ফতোয়া সমর্থক যারা আছেন, তাদের সবারই উদ্দেশ্যে রাখছি - আশা করি কিছু মনে করবেন না। নীচে প্রশ্ন আকারে তুলে ধরছি, তাতে বুঝাতে সুবিধা হবে আমার জন্য।

১। আপনি কি মনে করেন যে কাজ বিএনপি - জামাত করলে দেশের জন্য, জনগনের জন্য দুঃসংবাদ, সেই একই কাজ আওয়ামী লীগ করলে সু-সংবাদে রূপ নেয়?

২। ধরুন আমি, অথবা আপনি, আমরা যাকে, অথবা যাদেরকে, যে কারণেই সমর্থন করি না কেন, সে সমর্থনের স্বরূপ কি এমনই হওয়া উচিত, যার কোন ন্যুনতম নীতি আদর্শের বালাই থাকবে না ? অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি, কোন দল তা সে আমার যত প্রিয়ই হোক, সে যাই করবে, দেশ অথবা দেশের মানুষকে জাহান্নামে পাঠানোর সিদ্দান্ত নিলেও - তাদের কাজকে আমাদের সমর্থন করতেই হবে ?

৩। এটা কি ঠিক নয় যে আ'লীগ ধরেই নিয়েছে, ধর্মীয় সংখ্যালগুসহ মুক্তবুদ্ধির, ধর্মনিরেপেক্ষতায় বিশ্বাসী, প্রগতিশীল মানুষ যারা আছেন - তাঁরা আ'লীগ বিমুখ কখনই হবেন না ! তা সে দল যতবড় ঘৃণ্য কাজই করুক না কেন, যেহেতু এদের যাওয়ার আর কোন জায়গা নেই। আর এই বিষয়টাই তাদের মগজে চিরতরে গেঁথে গেছে - যা তারা তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করে ! কারণ দেশে এই মানুষগুলোই সব থেকে বেশী অসহায় এবং তাদের মুখাপেক্ষি? তাই তাদের এই মনোভাবে কি প্রবলভাবে একবার ধাক্কা দেওয়া উচিত না, যাতে তারা লাইনচ্যুত হওয়ার আগে অনন্ত দশবার ভেবে নেয় ?

৪। আপনি কি মনে করেন এই ধরনের অন্ধ-সমর্থন কোন দলের জন্য কল্যাণকর ?

৫। আপনি কি সত্যি মনে করেন ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য আ'লীগের, জঙ্গী মৌলবাদীদের ভোট এবং সমর্থন খুবই জরুরী ? নাহলে কি তারা ক্ষমতায় যেতে পারবে না?

৬। আ'লীগ কে কি বুঝিয়ে দেওয়া উচিৎ নয়, তাদের জন্য এই দেশের সংখ্যালগুসহ মুক্তবুদ্ধির জনগণের ভোট অপরিহার্য্য - কিন্তু , এর জন্য তাঁদের থাকতে হবে সর্বদা সঠিক পথে। আর তা যদি নাই হয়, তাহলে এই দল কেন এইসব মানুষদের জন্য অপরিহার্য্য হবে?

৭। কেন একটা দলের এই ধরণের চরম নীতিহীনতা দেখে ও মিনমিনে স্বরে প্রায় না শুনার মত করে কথা বলতে হবে, অথবা একদম চুপ থাকতে হবে? তাতে কি এটাই প্রতীয়মান হয় না যে, এই দল যে ধরেই নেয় যেহেতু দলের নাম এখনও আ'লীগ, তাদের অন্ধসমর্থকগুষ্টি তো নিজ গোয়ালের গরু খুটিতে

বাঁধা আছেই - অতএব এদের আর তোয়াজ করার দরকার কি - এটাই সঠিক?

৮। আ'লীগের এই ধরনের অন্ধ সমর্থক গুষ্টির জন্যই, হাঁটি হঁটি পা পা করে সেই স্বাধীনতার পর থেকে নীচের দিকে তাদের পতন শুরু হয়। পঁচাত্তরের পর তা আরও গতি লাভ করে, আর এখন তো মাশআল্লাহ ! এক্কেবারে অশ্ব গতিতে ফিরতি ট্রেন ধরেছে। অর্থাৎ ঘুরে ফিরে সেই পাকিস্তানী জমানার ধর্মতন্ত্রের কোলে গিয়ে আস্রয় ! এই ধরনের সমর্থকগুষ্টি না থাকলে আ'লীগের পতন কি এত দ্রুত হতে পারত ? আমরা শুধু রাজনৈতিক দল গুলোকে দোষারূপ করি, কিন্তু ভেবে দেখি না সাধারণ জনগণ এবং বুদ্ধিজীবির একটা অংশের অন্ধ ভক্তি এবং সমর্থনের কারণেই - দল গুলো বিপথে পরিচালিত হলেও নিজেদের ভুল তারা কখনই দেখতে পায় না।

৯। এখন সময় নয় চুপ থাকার। যখন দেখা যায় চোখের সামনে কেউ আত্বহত্যা করছে, তখন তাকে সেই পথ থেকে ফেরানোর দায় অবশ্যম্ভাবী তার প্রকৃত শুভানুধ্যায়ির উপরই বর্তায়। তা সে চিৎকারে গলা ফাটিয়েই হোক, গালে কষে এক থাপ্পর লাগিয়েই হোক, তাকে হুশে ফেরাতে হয়, নাকি? চুপ থাকা অথবা মিন মিনে কথা বলার চাইতে সম্মিলিত কণ্ঠে প্রতিবাদ করা উচিৎ, তীব্র প্রতিবাদ ! তাদের বুঝিয়ে দেওয়া উচিৎ, তারা যা করছে তা ক্ষমতার যাওয়ার কৌশলের নামে চূড়ান্ত নষ্টামী ! যে কৌশল দেশ ও জাতিকে অন্ধকারে নিয়ে যায়, তা কি গ্রহনযোগ্য হতে পারে কোন বিচারেই?

১০। এই চুক্তি অনুযায়ী আইন পাশ হলে, নারী অধিকার, বাক স্বাধীনতা, সংখ্যালগুদের অধিকারের কি পরিণতি হবে একবার কি ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখেছেন ? আপনি না হয় কানাডায় থাকেন, নিরাপদে থাকবেন, কিন্তু যাদের দেশের মাটি ছাড়া যাওয়ার কোন জায়গা নেই তাদের কি গতি হবে?

১১। পরিশেষে, অভিজিৎ যে প্রশ্নগুলো আপনার কাছে রেখেছেন, তা আমারও প্রশ্ন আপনার কাছে।

(একটা কাজতো অন্তত করা যায়, নারীসমাজ, দেশের প্রতিটি ধর্মনিরেপেক্ষ, প্রগতিশীল মানুষ, বিভিন্ন সংখ্যালগু সমাজ সম্মিলিতভাবে আ'লীগকে জানিয়ে দিতে পারেন যদি এই চুক্তি অবিলম্বে বাতিল না করা হয়, তাহলে এঁদের কেউই ভোট কেন্দ্রে যাবেন না ! দেখা যাক জলিল সাহেবরা জংগীদের ক'টা ভোট পান ! (তাতে আশা করি তাদের টনক কিছুটা হলেও নড়বে !? কি বলেন ?)

২৮/ ১২/ ২০০৬